আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী ও বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ১১

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মাদকবিরোধী ও ওয়ারেন্টভুক্ত বিশেষ অভিযানে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পৃথক এসব অভিযানে ট্যাপেন্টাডল, ইয়াবা, গাঁজা, গাঁজা সেবনের সরঞ্জাম ও দুটি চোরাই ছাগল উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মাদকসেবন, মাদক বহন, চোরাই ছাগলসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও পুরোনো মামলার আসামি রয়েছেন।

গত বুধবার ও গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—আলমডাঙ্গার আনন্দধাম এলাকার হৃদয় অধিকারী (২২), শাহ পাভেল (২৩), কুষ্টিয়ার বড়বাজার বেড়িবাঁধ এলাকার ফারুক মিয়া (৫৫), রাধিকাগঞ্জের আব্দুর রাজ্জাক (৫০), কলেজপাড়ার মাহফুজুর রহমান (৩৫), বাবুপাড়ার শাকিল আহম্মেদ (৩৬), পৌর কাঁচাবাজারপাড়ার আমান উল্লাহ আল আমিন (৩২), মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কোদালকাটি পূর্বপাড়ার জুয়েল হোসেন (২৬), সনাতনপুর গ্রামের সাব্বির হোসেন ওরফে আকাশ (২৮), বেলগাছি গ্রামের ওল্টু (৩২) এবং দামুড়হুদা উপজেলার মাছুম বিল্লাহ ওরফে আকাশ উদ্দিন (৩৪)।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে গত বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে এসআই তাইজুল ইসলামের নেতৃত্বে পৌরসভার স্টেশনপাড়ার নুরুমিয়ার মার্কেটের ভেতরে অভিযান চালিয়ে হৃদয় অধিকারী ও শাহ পাভেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে দুই পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে তাদের সামারি ট্রায়াল কোর্টের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য আদালতে পাঠানো হয়।

একই দিন সকাল সাড়ে ১১টার দিকে এসআই শাহরিয়ার হুসাইন রুবেলের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা উপজেলা মডেল মসজিদের সামনে অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়ার বড়বাজার বেড়িবাঁধ এলাকার ফারুক মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে দুটি চোরাই ছাগল উদ্ধার করা হয়েছে। তাকেও সামারি ট্রায়াল কোর্টের মাধ্যমে আদালতে পাঠানো হয়।

এর আগে বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের এসআই মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে পৌরসভার বাবুপাড়ায় স্টেডিয়াম মাঠের পূর্ব পাশের গ্যালারির দ্বিতীয় তলায় অভিযান চালানো হয়। সেখানে গাঁজা সেবনের সময় আব্দুর রাজ্জাক, মাহফুজুর রহমান, শাকিল আহম্মেদ ও আমান উল্লাহ আল আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় এক পুরিয়া গাঁজা ও গাঁজা সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

একই রাতে ১১টার দিকে এসআই শাহরিয়ার হুসাইন রুবেলের নেতৃত্বে বড় বোয়ালিয়া মিলবাজারে একটি টেলকম অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স দোকানের সামনে অভিযান চালিয়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুয়েল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে দুই পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই শ্রী মানিক কুমার শিকদারের নেতৃত্বে সনাতনপুর গ্রামের জাহিদুল ইসলাম ওরফে মধুর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁর ছেলে সাব্বির হোসেন ওরফে আকাশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে দুই পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

অন্যদিকে, আলমডাঙ্গা থানার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত বেলগাছি গ্রামের আলোচিত মাদক ব্যবসায়ী ওল্টু এবং পুরোনো মামলার আসামি দামুড়হুদা উপজেলার মাছুম বিল্লাহ ওরফে আকাশ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “মাদক ও অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলমান আছে। যেখানেই মাদক বা অপরাধের খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেই পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। মাদক ব্যবসায়ী, সেবনকারী ও পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ আরও কঠোরভাবে কাজ করবে।”

ডোপ টেস্টের খরচ মেটাতে পুলিশের নাভিশ্বাস

মাদকের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহে কঠোর অবস্থানে রয়েছে পুলিশ। নিয়মিত অভিযান,সন্দেহভাজনদের আটক এবং ডোপ টেস্টের মাধ্যমে মাদকসেবন শনাক্ত করে নেওয়া হচ্ছে আইনগত ব্যবস্থা। এতে মাঠপর্যায়ে পুলিশের তৎপরতা যেমন বেড়েছে,তেমনি বাড়ছে মামলা ও আসামির সংখ্যাও।

তবে মাদকবিরোধী এই অভিযানের আড়ালে তৈরি হয়েছে নতুন এক চাপ। আটক ব্যক্তিদের ডোপ টেস্ট করাতে প্রতি পরীক্ষায় ব্যয় হচ্ছে ৯৫০ টাকা। আর সরকারি বরাদ্দ না থাকায় এ অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য কিংবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নিজের পকেট থেকে।

জেলা পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে,চলতি বছরের ১৪ জুলাই থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫৪ দিনে জেলার বিভিন্ন থানা ও গোয়েন্দা শাখায় সামারী ট্রায়ালে মোট ১৭৫টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় আসামি হয়েছেন ২২২ জন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী,১৪ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত ১৭ দিনে মামলা হয়েছে ৩৩টি,আসামি হয়েছেন ৪৪ জন। আগস্ট মাসে অভিযানের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এ মাসে মামলা হয়েছে ১২৭টি এবং আসামি হয়েছেন ১৫৮ জন। সেপ্টেম্বরের প্রথম ছয় দিনে আরও ১৫টি মামলা হয়েছে,যাতে আসামি হয়েছেন ২০ জন।

জুলাইয়ের ১৭ দিনে ঝিনাইদহ সদর থানায় ৫টি মামলায় ৫ জন,কালীগঞ্জে ৬টি মামলায় ৮ জন, শৈলকুপায় ১৪টি মামলায় ১৯ জন,হরিণাকুণ্ডুতে ১টি মামলায় ১ জন, কোটচাঁদপুরে ১টি মামলায় ১ জন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখায় (ডিবি) ৬টি মামলায় ১০ জন আসামি হন।

আগস্টে ঝিনাইদহ সদর থানায় ২৭টি মামলায় ৪২ জন,কালীগঞ্জে ১৬টি মামলায় ১৮ জন,শৈলকুপায় ৫৫টি মামলায় ৫৭ জন, হরিণাকুণ্ডুতে ৬টি মামলায় ১০ জন, কোটচাঁদপুরে ৭টি মামলায় ৯ জন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখায় ১৬টি মামলায় ২২ জন আসামি হয়েছেন।

সেপ্টেম্বরের প্রথম ছয় দিনে ঝিনাইদহ সদর থানায় ৩টি মামলায় ৩ জন, কালীগঞ্জে ১টি মামলায় ৩ জন, শৈলকুপায় ৯টি মামলায় ৯ জন,

থেকে দেওয়া টাকার পরিমাণও কম নয়।’

মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশের এই আর্থিক সংকটের বিষয়টি সামনে আসায় শৈলকুপায় কিছুটা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে ‘আগামীর শৈলকুপা’ নামে একটি সংগঠন। ডোপ টেস্টের খরচ বহনে তারা পুলিশকে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করছে। পাশাপাশি জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

তবে সংশ্লিষ্টদের মতে, মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান যত বাড়বে,ডোপ টেস্টের প্রয়োজনও তত বাড়বে। ফলে পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের পরিমাণও বাড়বে। সাময়িক সহযোগিতার পরিবর্তে ডোপ টেস্টের জন্য নির্দিষ্ট, স্বচ্ছ ও নিয়মিত সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। তা না হলে মাদক বিরোধী অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপই আর্থিক সংকটে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই মাদকবিরোধী কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও টেকসই করতে দ্রুত সরকারি অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাসান বলেন,‘ডোপ টেস্ট চালু হওয়ার পর থেকেই জেলাজুড়ে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল থেকে ডোপ টেস্ট করানো হচ্ছে।

প্রতিটি পরীক্ষায় খরচ হচ্ছে ৯৫০ টাকা। কিন্তু এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। সামনে নিয়মিতভাবে ডোপ টেস্ট চালিয়ে যেতে হলে প্রতিটি পরীক্ষার খরচ যদি পুলিশ সদস্যদের নিজেদের বহন করতে হয়,তাহলে বিষয়টি তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি আরও বলেন, বিষয়টি ইতোমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ডোপ টেস্টের জন্য যদি সরকারি বরাদ্দ দেওয়া হয় অথবা হাসপাতালে বিনামূল্যে ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা করা যায়,তাহলে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা সম্ভব হবে। এতে মামলার সংখ্যা যেমন বাড়বে,তেমনি মাঠপর্যায়ের পুলিশ সদস্যরাও আরও উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে পারবেন।

মেহেরপুরে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডলসহ আটক ১

মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর এলাকায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও বারাদি ক্যাম্প পুলিশের যৌথ অভিযানে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মোঘল আলী (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ৮টার দিকে নতুন দরবেশপুর এলাকায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও বারাদি ক্যাম্প পুলিশের একটি দল নিয়মিত চেকপোস্ট বসায়। এ সময় চুয়াডাঙ্গার দিক থেকে আসা সন্দেহভাজন মোঘল আলীর দেহ তল্লাশি করে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

আটক মোঘল আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মৃত তাহাজউদ্দীনের ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা জানান, উদ্ধার করা ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মাদকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১১ লাখ টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ৬ বোতল ভারতীয় মদ, ৭৫০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট ও ৩ হাজার পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

সোমবার রাতে কাজিপুরের শেওড়াতলা মাঠ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা গেছে, কাজিপুর বিওপির

দায়িত্বপূর্ণ শেওড়াতলা মাঠ এলাকা থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ৬ বোতল ভারতীয় মদ, ৭৫০ পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট ও ৩ হাজার পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মাদকদ্রব্যের আনুমানিক মূল্য ১১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সব ধরনের সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে মাদক ও গুলিসহ পিতা- পুত্র আটক

মেহেরপুরে গুলি, মাদক ও নগদ টাকাসহ পিতা-পুত্রকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স টিম।

মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর পৌর শহরের তাঁতীপাড়ায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ইয়াবা, গাঁজা, কার্তুজ ও মাদক বিক্রির নগদ টাকাসহ তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে ফিরোজ হোসেন (৪৮) এবং তার ছেলে আমানুল্লাহ (২৬)।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশেদ আহমেদ বলেন, তাঁতীপাড়া এলাকায় পিতা-পুত্র মাদক নিয়ে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩৭৩ পিস ইয়াবা, ১ কেজি ৮১৩ গ্রাম গাঁজা, ২৩ গ্রাম গাঁজার বীজ, ৬৪ গ্রাম ভাং পাতা ও ৫ রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়। এছাড়া মাদক বিক্রির ৯ লাখ ৫ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযানে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিলুর রহমান খান ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করে হস্তান্তর করা হবে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

দামুড়হুদায় ইয়াবাসহ দুইজন গ্রেপ্তার, সামারি ট্রায়ালে সাজা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ১ পিস ইয়াবাসহ একজন এবং ইয়াবা সেবনের অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য উপস্থাপন করা হলে আদালত দুজনকেই ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড দেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে গত রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

রাত সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই মাহবুল হক ডুগডুগি বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, ডুগডুগি গ্রামের কবিরের ইলেকট্রনিক্স দোকানের ভেতরে কয়েকজন মাদক সেবন করছেন।

পরে রাত আনুমানিক ১১টা ৪০ মিনিটে পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে জয়রামপুর মালিথাপাড়ার ঠান্ডু রহমানের ছেলে শিপন (২৫) এবং

জয়রামপুর গাতীরপাড়ার মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে রানা হোসেনকে (২৮) আটক করে।

এ সময় উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে দেহ তল্লাশি করে শিপনের কাছ থেকে ১ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। অপরদিকে, রানা হোসেনকে ইয়াবা সেবনের অভিযোগে আটক করা হয়।

পুলিশ পরে তাদের থানায় নিয়ে যায়। এরপর সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে উপস্থাপন করা হলে বিজ্ঞ আদালত উভয় আসামিকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড দেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদকসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাদের ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেছেন।

দামুড়হুদায় ৭ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ ১ মাদক কারবারি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে ৭ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ আরাফাত (২২) নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি নিয়মিত মাদক মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান এর সার্বিক দিকনির্দেশনায়, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন এর তত্ত্বাবধানে গত শনিবার সন্ধ্যায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ওই দিন সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটের দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই

মশিউর রহমান ডুগডুগি বাজার এলাকায় অবস্থানকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, লোকনাথপুর হতে দর্শনাগামী রোডের পরানপুর অস্থায়ী পুলিশ চেকপোস্টের সামনে পাকা রাস্তার উপর কতিপয় ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজা ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

সংবাদ পেয়ে তিনি অফিসার ইনচার্জকে অবহিত করে সঙ্গীয় অফিসার-ফোর্সসহ রাত ৭টা ৫৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকজন দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া করে একজনকে আটক করা হয়। আটককৃত আসামী হলো- আরাফাত (২২), পিতা- আনারুল সাং- জুড়ানপুর (ক্লাবপাড়া), থানা-দামুড়হুদা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা। এ সময় ৪/৫ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কৌশলে পালিয়ে যায়।

পরে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আটককৃতের ব্যবহৃত একটি ব্যাটারি চালিত পাখি ভ্যানের চালকের বসার সিটের নিচে টুল বক্সের ভিতর বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা হলুদ রঙের প্লাস্টিকের বস্তার ভেতর থেকে খাকি রঙের কস্টেপ ও সাদা পলিথিনে মোড়ানো ৭টি পোটলা গাঁজা উদ্ধার করা হয়। বস্তাসহ ৭টি পোটলায় মোট ওজন ৭ কেজি ২০০ গ্রাম। আসামি নিজ হাতে বের করে দিলে রাত ৮টা ১৫ মিনিটে টর্চলাইটের আলোতে জব্দ তালিকা মূলে তা জব্দ করা হয়।

এ সংক্রান্তে এসআই মশিউর রহমান বাদী হয়ে থানায় এজাহার দায়ের করলে অফিসার ইনচার্জ জনাব শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে একটি নিয়মিত মাদক মামলা রুজু করেন। পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে থানা সূত্রে জানানো হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে যুবকের ঘর থেকে ৭ পিস ইয়াবা উদ্ধার, যুবক পলাতক

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের পোলতাডাঙ্গা গ্রামের মো. উজ্জ্বল (৩২) নামের এক যুবকের ঘর তল্লাশি চালিয়ে ৭

পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উজ্জ্বলকে তার বাসায় ইয়াবা সেবনের সময় স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে আটকের চেষ্টা করেন। তবে বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তার ঘর তল্লাশি করে ৭ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অভিযুক্ত উজ্জ্বল দীর্ঘদিন ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে এলাকায় মাদক ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। এলাকায় মাদকের বিস্তার বাড়ায় তরুণ ও যুবসমাজ মারাত্মকভাবে আসক্ত হচ্ছে। এলাকার যুবসমাজকে মাদকের ভয়াবহ থাবা থেকে রক্ষা করতে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয়রা।

তারা প্রশাসনকে অবিলম্বে উজ্জ্বলকে আইনের আওতায় এনে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে উজ্জ্বলের পরিত্যক্ত ঘর থেকে ৭ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে জানিয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাসুম খান বলেন, উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে ওঠা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগের সত্যতা ও তার সংশ্লিষ্টতা তদন্ত সাপেক্ষে নিশ্চিত করা হবে।

তিনি আরও জানান, সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে এবং যুবসমাজকে মাদকের ছোবল থেকে বাঁচাতে পুলিশের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

গাংনীর সীমান্তে মালিকবিহীন অবস্থায় ফেয়াডিল সিরাপ উদ্ধার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসআই পবিত্র মণ্ডল সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৫ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঠালতলা গ্রামের আসমত আলীর বাড়ির পূর্ব পাশ থেকে আনারুল ইসলাম (২৬) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তাঁর দেহ তল্লাশি করে পরিহিত লুঙ্গির ডান কোচর থেকে সাদা পলিথিনে রাখা ১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পরে বিধি মোতাবেক মাদকদ্রব্যটি জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে এসে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে উপস্থাপন করা হলে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) তাঁকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদকদ্রব্য উদ্ধার, অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ, চোরাকারবারি, মাদক ব্যবসায়ী, ছিনতাইকারী, ডাকাত এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িত আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।